বিশেষ সাক্ষাৎকারে রেইমন্ড সুলায়মান

একাত্তরের গণহত্যার বিচার হতেই হবে

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন— সুমন তুরহান, সিডনি থেকে

রেইমন্ড সুলায়মান, মামলা দায়ের করার পর, সিডনি ফেডারেল কোর্ট থেকে বেরিয়ে আসছেন

অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাঙালি রেইমন্ড ফয়সল সুলায়মান, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিচার চেয়ে সম্প্রতি সিডনির ফেডারেল কোর্টে একটি ঐতিহাসিক মামলা দায়ের করেছেন। মামলার বিবাদিপক্ষ যথাক্রমে- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান এবং পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর দোসরগোষ্ঠী। প্রাথমিকভাবে অস্ট্রেলিয়ান কোর্ট এই ব্যতিক্রমী মামলা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেও রেইমন্ডের আপিলের প্রেক্ষিতে গত ২০শে সেপ্টেম্বর মামলাটি শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়। ৭১'এর লাখো বাঙালির গণহত্যার বিচার চেয়ে মামলা দায়ের করার ঘটনা এটিই প্রথম। পেশায় অভিবাসি এজেন্ট, মাত্র ২৭ বছর বয়সী রেইমন্ড সুলায়মানের এই একাকী উদ্যোগটি সাড়া জাগিয়েছে সারা বিশ্বে বসবাসরত অসংখ্য প্রবাসী বাঙালির চিত্তে, সাড়া দিয়েছে বাংলাদেশও। অনেকেই তাঁর সমালোচনায় মুখর, তঁদের ধারণা রেইমন্ড নিছক জনপ্রিয় হওয়ার জন্যে এই মামলাটি করেছেন; আবার অনেকে তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তাঁরা মনে করেন তিনি নতুন প্রজন্মের 'বীরশ্রেষ্ঠ'। অশেষ কৌতুহল নিয়ে সম্প্রতি আমি গিয়েছিলাম এই তরুণের অফিসে, তাঁর সাথে কাটিয়েছিলাম প্রায় নয়টি ঘন্টা। তিনি আমাকে নিয়ে ফেডারেল কোর্টে গেলেন, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের হাইকমিশনে অভিযোগনামা পাঠালেন; এবং সারা দিনব্যাপী উত্তর দিতে থাকলেন আমার অসংখ্য প্রশ্নের। তারই কিছু অংশঃ

১৯৭১ সালের গণহত্যার বিচার চেয়ে এই মামলাটি করার চিন্তা প্রথম আপনার মাথায় এলো কিভাবে?

আমি ২০০৩ সালে অস্ট্রেলিয়া আসি এবং পরে আন্তর্জাতিক আইনের ওপর পড়াশোনা শুরু করি। জাতিসংঘ প্রণীত উদ্বাস্তু আইনের ওপর পড়তে গিয়ে লক্ষ্য করি যে সেখানে বলা হয়েছে- কাউকে চড় দিলেও মানবাধিকার লংঘন হয় কেননা তার গায়ে হাত তোলা হয়েছে, কাউকে অবহেলা করা যাবেনা ইত্যাদি। তো এই যদি হয় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের দশা, তাহলে আমার দেশে যে লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হলো, লক্ষ লক্ষ নারী ধর্ষণের শিকার হলো- এই জঘন্যতম অন্যায়ের তো কোনো বিচার হলো না। নাৎসি গণহত্যার বিচার হলো, নুরেমবার্গট্রাইবুন্যালে খুনিদের শাস্তি হলো, গণহত্যার অপরাধে পিনোশের শাস্তি হলো, এখন সাদ্দাম হোসেনকেও কুর্দি গণহত্যার অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছে—একই ভাবে টোকিওট্রাইবুন্যাল থেকে শুরু করে ইউরোপসহ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধাপরাধী ও গণহত্যাকারীদের বিচার হয়েছে এবং আজো হচ্ছে।একটি উদাহরণ দিই- ফ্রান্স, হল্যান্ড ও বেলজিয়াম শুধুমাত্র এই তিনটি দেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যার অপরাধে সর্বমোট ৯৮৫৫ জনকে মৃত্যুদন্ড ও ১৪২০০০ অপরাধীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ডিত করা হয়; এছাড়া আরো প্রায় ১৯০০০০ যুদ্ধাপরাধীকে জরিমানা, সম্পত্তি ক্রোক, নাগরিকত্ব বাতিল, আমরন নজরবন্দী- ইত্যাদি নানা শাস্তি দেয়া হয়। কিন্তু আমার দেশের এতো মানুষকে যে পরিকল্পিত ভাবে মেরে ফেলা হলো- তার তো কোনো বিচার হলো না এতো বছরেও। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, আজ পর্যন্ত একজন খুনীকেও গণহত্যার ষড়যন্ত্র বা গণহত্যায় অংশ নেয়ার অপরাধে আমরা শাস্তি দিতে পারিনি। তো আমরা যদি এভাবে পৃথিবীব্যাপী গণহত্যার বিচার করতে পারি, তাহলে ৭১'এর গণহত্যাকারীদের বিচার কেনো করতে পারবো না? এরা ইসলামের কথা বলে তাই? আমি এইভাবে বিষয়টি বিচার করিঃ তারা পৃথিবীতে প্রচলিত অন্যান্য ধর্মের মতোই ইসলামের বুলি শুনিয়ে বেড়ায়। কিন্তু এটি তো ইসলাম, হিন্দু বা খ্রিস্টান এইগুলো নিয়ে কথা না, যারা নিহত হয়েছেন তাঁদের ধর্ম কোনটি ছিলো তা নিয়ে কথা না, কথা হচ্ছে যে নির্বিচারে মানুষ খুন করা হয়েছে, যারা খুন করেছে তারা মানবতার বিরুদ্ধে কাজ করেছে এবং তারা অপরাধী। আমি এই অপরাধের বিচার চাই। এই মামলাটি করার চিন্তা আমার মাথা থেকে আসেনি, এসেছে আমার বিবেক থেকে। যাঁরা গণহত্যার বিচার চান, তাঁরা বিবেক ও সভ্যতার দায়মুক্তির জন্যেই চান, প্রতিহিংসা কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়।

আপনি তিনটি পক্ষকে আসামি করে মামলা করেছেন। এর মধ্যে দুটি হলো পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর দোসরগোষ্ঠী। অন্যটি বাংলাদেশ সরকার। বাংলাদেশ সরকারকে আসামি করার কারণ কি?

আমি বাংলাদেশ সরকারকে আসামি করিনি, করেছি পুরো বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকেই। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রই জাতিসংঘের জেনোসাইড কনভেনশন ১৯৪৯ -এ স্বাক্ষর করেছে। জেনোসাইড কনভেনশন অনুযায়ী গণহত্যা তো ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বটেই, গণহত্যার বিচার না করাটাও গুরুতর অপরাধ। পাকিস্তান ও পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনীর দোসররা ৭১'এ নির্বিচারে গণহত্যা ঘটিয়েছে এবং বাংলাদেশ সেই গণহত্যার বিচারের কোনো উদ্যোগ নেয় নি। দু'টি দেশই স্পষ্টভাবে জেনোসাইড কনভেনশন লংঘন করেছে, কাজেই তারা অপরাধী।আর গণহত্যার জন্যে ক্ষমা চাওয়ার ঘটনা পৃথিবীতে বিরল নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে গণহত্যার জন্যে জাপান ক্ষমা চেয়েছে, জার্মানি ক্ষমা চেয়েছে; কিন্তু পাকিস্তান

আজো আনুষ্ঠানিক ভাবে ৭১'এর গণহত্যার জন্যে ক্ষমা চায়নি, এমনকি তারা যে পরিকল্পিতভাবে গণহত্যা করেছে সেটিই কখনো স্বীকার করেনি। আর গণহত্যার বিচারের কোনো উদ্যোগ না নিয়ে বাংলাদেশ নিজেই আজ একটি অপরাধী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক এই অপরাধের নৈতিক অংশীদার।

পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর দোসরগোষ্ঠী বলতে আপনি ঠিক কাদের বুঝিয়েছেন?

১৯৭১ সালে সক্রিয়ভাবে গণহত্যা ঘটিয়েছে দু'টি গোষ্ঠী। এদের একদল পাকিস্তানি, আরেকদল তাঁদের এদেশীয় দোসর। তবে আইনের চোখে গণহত্যাকারীদের এভাবে ভাগ করা হয় না। গণহত্যার পরিকল্পনাকারী, বাস্তবায়নকারী, সহযোগিতাকারী, মদদ দানকারী যে বা যারাই হোক না কেনো, এরা প্রত্যেকেই গণহত্যার সাথে জড়িত এবং এরা সবাই আইনের দৃষ্টিতে গণহত্যাকারী ও জঘন্য অপরাধী। গণহত্যাকারীদের ধরে এনে বিচার করে ফেলা হচ্ছে আইনের দায়িত্ব।

পাকিস্তান তো আজো আমাদের পাওনা পরিশোধ করেনি ...

পাকিস্তান হচ্ছে এমন একটি রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্রটি জাতিসংঘ চার্টার, নুরেমবার্গ চার্টার, জেনোসাইড কনভেনশন, কনভেনশন অন দ্য নন-অ্যাপ্লিকেবিলিটি অব স্ট্যাটুচরি ডিক্লারেশন অফ ওয়ার ক্রাইম এন্ড ক্রাইম এগেইনস্ট হিউম্যানিটি, কনভেনশন অন টর্চার, ইউনিভারসেল ডিক্লারেশন অফ সিভিল এন্ড পলিটিকাল রাইটস—এই সবগুলো আইন একের পর এক লংঘন করেছে। নুরেমবার্গ চার্টারে একটি ইমপিচমেন্ট ছিলো 'মেম্বারশিপ এন্ড ফরমেশন অফ ক্রিমিনাল অর্গানাইজেশন' নামে, সেখানে হিটলারের নাৎসি বাহিনীকে ক্রিমিনাল অর্গানাইজেশন বা অপরাধী সংগঠন বলে চিহ্নিত করা হয়েছিলো।ঠিক একইভাবে, পাকিস্তান সরকার ১৯৭১ সালে শুধুমাত্র গণহত্যার উদ্দেশ্যে রাজাকার-আলবদর-আলশামস-শান্তি কমিটির মতো অপরাধী সংগঠন তৈরি করেছিলো, যাদের কাজ ছিলো পরিকল্পিতভাবে মানুষ হত্যা করা। নুরেমবার্গ চার্টারকে যদি মানদন্ড হিসেবে ধরি, তাহলে রাজাকার-আলবদর-আলশামস-শান্তি কমিটিকে ক্রিমিনাল অর্গানাইজেশন ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না, যারা এই সংগঠনগুলোর সাথে জড়িত ছিলো তারা জঘন্য অপরাধী। নুরেমবার্গ চার্টারে স্পষ্ট বলা আছে যে, মেম্বারশিপ অফ এ ক্রিমিনাল অর্গানাইজেশন একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ। একটি রাষ্ট্র এভাবে খুনী বাহিনী তৈরি করে জনমানুষের ওপর গণহত্যা চালাতে পারেনা। পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসেবে এই কাজটি করেছে এবং এজন্যে তারা দায়ীদের শাস্তি দেয়নি, কখনো আমাদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেনি এবং আমাদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণও দেয় নি।

মামলাটিতে আপনি ঠিক কি ধরনের বিচার চেয়েছেন, মানে কোর্টের কাছে আপনি কি আর্জি করেছেন ?

আমি এই মুহূর্তে কারো রক্ত চেয়ে বসিনি। অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেল কোর্টের কাছে যেটা চেয়েছি সেটা হলো—বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সরকার স্বীকার করুক যে, ১৯৭১ সালে গণহত্যা হয়েছে, এবং এর বিচার না চেয়ে বা না করে দু'টি দেশই জেনোসাইড কনভেনশন লংঘন করেছে। আমি গণহত্যা যে হয়েছে তার ডিক্লারেশন চেয়েছি। ডিক্লারেশনের পরে প্রশ্ন আসবে অপরাধীদের বিচার ও শাস্তির। কোর্টের ডিক্লারেশন

পেলে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি হবে আন্তর্জাতিকভাবে। আমি জাতিসংঘের কাছেও অভিযোগ দিয়েছি, তবে সেটার জবাব পেতে পাঁচ বছরও লেগে যেতে পারে। আমি চেয়েছি এই ইতিহাসের এই ভুলে যাওয়া অধ্যায়টি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে তুলে ধরতে, যাতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর ওপর বিচারের জন্যে চাপ সৃষ্টি করা যায়।

এই মামলাটি করতে গিয়ে আপনাকে প্রাথমিকভাবে কি পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিলো? মানে এই মামলাটি বিভিন্ন অর্থে বেশ ব্যতিক্রমী ...

আমি ৭১'এর গণহত্যা দেখিনি, আমার জন্ম হয়েছে ১৯৭৯ সালে। কাজেই গণহত্যার কোনো চাক্ষুশ অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু একজন মানুষ হিসেবে আমি মানুষ হত্যার বিচার চেয়েছি। মামলাটি করার আগে আমি চাকরি-বাকরি সব ভুলে গিয়ে পুরো দুই বছর যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যা নিয়ে পড়াশোনা করেছি। আমাকে এই দেশে এবং পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় যতো বড়ো বড়ো ব্যারিস্টার আছেন সবাই বলেছেন যে এই মামলাটি খাপছাড়া দেখা যাচ্ছে, কোর্ট বেশ বিব্রত হয়ে পড়বে।আমি তাঁদের কাছে প্রশ্ন করেছি বাংলাদেশে কি গণহত্যা হয়েছে? উত্তর হ্যাঁ হয়েছে। গণহত্যা কি অন্যায়? উত্তর হ্যাঁ, মারাত্মক নৃশংসতম অন্যায়। এই গণহত্যার কি বিচার হওয়া উচিত? উত্তর হ্যাঁ, অবশ্যই বিচার হওয়া উচিত। কিন্তু বিচার করবেটা কে? কোন আদালত এই বিচারের দায়িত্বটি নেবে। একটা কাজ করা যেতো, বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কাছে বিচার চাইতে পারতো। তবে এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই যে, বাংলাদেশ সরকার এই কাজটি কখনো করবেনা। এমনকি এই ব্যাপারে সবাই নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, বাংলাদেশ আওয়ামি লীগও এই কাজটি কখনো করবে না। তাহলে, আমার এখন কি করার আছে? আমি যে বিচার চাই, আমি ছাড়াও আরো অসংখ্য মানুষ যে বিচার চান, আমাদের কি করার আছে? একটা কাজ করা যেতে পারে, বাংলাদেশের সব মানুষ আমরণ অনশন করলে কেমন হয়? বিচার না হলে আমরা আর খাবো না!কিন্তু সেটি তো সম্ভব নয়, এদেশের অনেক মানুষই এখন জামায়াত ইসলামির মতো দলকে ভোট দেয়। এমনকি সময়ের কালক্রমে অনেক বিকৃত ও বিক্রীত মুক্তিযোদ্ধাও জোট বেঁধেছে তাদের

সাথে। জামায়াতে ইসলামি ধর্মীয় অনুভূতি ব্যবহার করে অনেক মানুষকে তাদের অনুসারী করে তুলেছে। তো এই হতাশাজনক পরিস্থিতিতে আমি বা আমরা যারা বিচার চাই তারা কি করতে পারি? আমি যেটি করতে পারি তা হলো —এক, অন্যরা যেমন হৈ চৈ করেন সেই হৈ চৈ তে শামিল হতে পারি; দুই, আমি আইনগত ভাবে একা একাই সারাটা জীবন ধরে লড়াই চালিয়ে যেতে পারি। আমি দ্বিতীয় পথটি বেছে নিয়েছি। হৈ চৈ করার কোনো অভিপ্রায় আমার নেই, কেননা বাংলাদেশে আমার হয়তো আর কখনো স্থায়ীভাবে থাকা হবেনা আর সেখানে রাজনীতি করার মতো দুঃস্বপ্নও আমি দেখিনা। অস্ট্রেলিয়ার মতো একটি অত্যন্ত সভ্য দেশের নাগরিকত্ব আমি নিয়েছি, মানবাধিকার বলতে বাংলাদেশে থাকতে যা বুঝতাম, এখন এখানে এসে দেখতে পাই মানবাধিকার ও মানবতাবোধ আরো অনেক গভীর ও ব্যাপক।

স্বাধীনতার এতো বছর পরও আমরা গণহত্যার বিচার করতে পারিনি। এর কারণটি কি বলে আপনি মনে করেন?

দেখুন, বছরের কয়েকটি দিনে আমরা শহীদদের স্মরণ করি,পত্রপত্রিকায় বেদনাকাতর কিছু কলাম ছাপা হয়, তারপর আমরা রাতে স্বাভাবিকভাবে বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ি এবং সকালে উঠে সব ভুলে যাই, শেষ। এর বাইরে তো আর কিছু নেই। না, এর বাইরেও আরেকটি ব্যাপার আছে। ২৬ শে মার্চে আমাদের সৈন্যরা বুট-মোজা পরে জাতীয় প্যারেড স্কোয়ার কাঁপিয়ে আসে, কিন্তু তাতে আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়ানো গণহত্যাকারীদের বুক এতোটুকু কাঁপে না। তারাও অন্যদের মতো ছুটির দিনটি উপভোগ করে, বাসায় ভালোমন্দ কিছু খায়। এই কথাটি কেউ চিন্তা করেনা যে, এতোগুলো মানুষকে মেরে ফেলা হয়েছে, তাঁদের পরিবার পরিজন সেই শোক বুকে নিয়ে বেঁচে আছে- তাঁদের কি হবে? আজ আমি যে পৃথিবীতে বেঁচে আছি, আমার তো বাবা মা আছেন, আমার ভাই আছেন, আমার আত্মীয় স্বজন আছেন। আমাকে যদি মেরে ফেলা হয় তাহলে আমার পরিবার পরিজন যে কষ্ট পাবে, ঠিক এই কষ্ট বুকে নিয়ে তো লক্ষ লক্ষ শহীদের পরিবারকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে।

৭১'এর গণহত্যার বিচার না হওয়ার ব্যাপারে জাতি হিসেবে আমাদের ব্যর্থতা কতোটুকু? শেখ মুজিবের সাধারণ ক্ষমা কি এ ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে বলে আপনার মনে হয়েছে?

বিচার না হওয়ার ব্যাপারে আমাদের নৈতিক ব্যর্থতা শতভাগ। তবে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাজাকারদের তথাকথিত সাধারণ ক্ষমা নিয়ে আমার কোনো ক্ষোভ নেই, আমি আইনী দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাপারটি দেখি। প্রথমত, ইন্টারন্যাশনাল কনভেনেন্ট অন সিভিল লিবার্টি, কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার- ইত্যাদি আন্তর্জাতিক আইন যদি আপনি মানেন, তাহলে ভিন্নমত পোষণের জন্যে আপনি কারো ওপর নির্যাতন চালাতে পারেন না। সেই অর্থে শেখ মুজিবের সাধারণ ক্ষমা ঘোষনার মধ্যে আমি আপত্তির কিছু দেখি না। দ্বিতীয়ত, আমি মনে করিনা যারা পাইকারি হারে গণহত্যা করেছে শেখ মুজিব তাদের ক্ষমা করেছেন। ওইভাবে ক্ষমা করার অধিকার তাঁর নেই। গণহত্যার সাথে যারা জড়িত, তাদের ধরে এনে বিচারের মুখোমুখি করা রাষ্ট্রের আইনী ও নৈতিক দায়িত্ব। গণহত্যাকারীদের শেষ পর্যন্ত কোনো ক্ষমা নেই, দায়ী রাষ্ট্র তো নয়ই এমন কি ভিকটিম রাষ্ট্র যেমন বাংলাদেশ চাইলেও গণহত্যার সাথে জড়িতদের ক্ষমা করতে পারে না। আজকের বিশ্বে রাষ্ট্রগুলো অনেক কম সার্বভৌমত্ব উপভোগ করে। যেকোনো কারণে কোনো রাষ্ট্র যদি তার নাগরিকের ওপর গণহত্যা চালায়, তাহলে সেখানে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ চলে আসে। আপনি যদি গণহত্যার সাথে জড়িত হোন, তাহলে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট বা আইসিসি আপনার দেশে

ঢুকে আপনাকে ধরে নিয়ে এসে বিচার করার ক্ষমতা রাখে। অথবা কোনো রাষ্ট্র যদি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে গণহত্যাকারীদের বিচার করতে ব্যর্থ হয়, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেটি হয়েছে, তাহলে আইসিসি সেখানে ঢুকে বিচারের ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু এখানে একটি সমস্যা আছে; গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ১লা জুন ২০০২ এর আগে ঘটে যাওয়া কোনো গণহত্যার বিচার করা আইসিসির পক্ষে সম্ভব নয়। যখন আইসিসি গঠিত হয়, তখন ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের গণহত্যার ব্যাপারটি তাদের মাথায় ছিলো না। তখন যদি আমাদের দেশ চাইতো তাহলে গঠনতন্ত্রের এই ধারাটির ব্যাপারে আপত্তি করতে পারতো, কিন্তু আমাদের দেশ থেকে কোনো প্রতিবাদ আসেনি। আমি এ ধারাটিকে চ্যালেঞ্জ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দেখলাম যে একা আমার পক্ষে এটি করা সম্ভব হবেনা। আরেকটি ব্যাপার মনে রাখতে হবে, আমেরিকা কখনো চায়নি বাংলাদেশ স্বাধীন হোক, গণহত্যার সাথে তারাও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলো, শুধুমাত্র ইয়াহিয়া খানকে তারা প্রায় ৩.৮ মিলিয়ন ডলারের সমরাস্ত্র পাঠিয়েছিলো। একারনেই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়গুলোকে তারা এ নিয়ে বেশি কিছু জানতে বা বলতে দেয়নি।

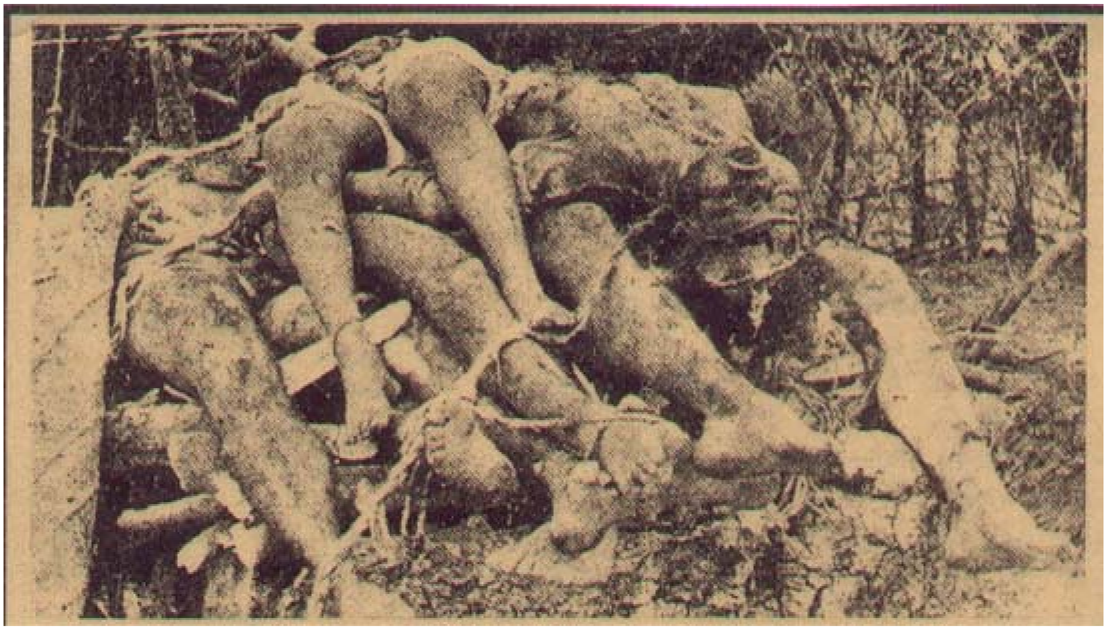

নির্মোহ দৃষ্টিতে বিচার করলে বাংলাদেশের গণহত্যা কতোটা ব্যাপক ছিলো?

বাংলাদেশের গণহত্যা কতোটা ব্যাপক ছিলো এই প্রশ্নের উত্তর আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। কারণ, একজন মানুষের হত্যাই হলো এতো বড়ো, সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের হত্যা কতো বড়ো তা মাপার মতো ফিতা তো আমার কাছে নেই, কোনো মানুষের কাছেই থাকা সম্ভব নয়। এটি একটি অকল্পনীয় অপরাধ। এই অপরাধটি যারা করেছে তারা এখন সুন্দরভাবে বেঁচে আছে এবং মানুষকে বিভিন্ন সুন্দর কথা বলে। কয়েকদিন আগেও একজন সংসদে উঠে বলেছে যে, মুক্তিযোদ্ধারা জারজ সন্তান। তবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। জামায়াত এখনো বলে একাত্তরে তারা কোনো অন্যায় করেনি। যাই হোক, গণহত্যা মানে হলো যে, একটি আদর্শের কারণে অথবা কোনো কারণ ছাড়াই একটি জাতি বা গোত্রকে সমূলে ধ্বংস করে ফেলা। গণহত্যার বিভীষিকা যদি বুঝতে হয়, তাহলে আপনাকে একটি একটি করে মানুষ হত্যা করার বিভীষিকা বুঝতে হবে। আপনি চোখ বন্ধ করে কল্পনা করেন যে, আপনার সামনে একজন সাধারণ

মানুষকে যেকোনো কারণেই হোক হত্যা করা হলো। আপনি একজন মানুষকে আপনার চোখের সামনে ছটছট করতে করতে মরতে দেখলেন। বাংলাদেশে বলা হয় ৩০ লক্ষ মানুষ হত্যা করা হয়েছে। তো আপনাকে অতোদূর যেতে হবেনা; আপনি একশো, এক হাজার, দশ হাজার, এভাবে শুধু এক লক্ষ ভিন্ন ভিন্ন মানুষ হত্যাদৃশ্যের কল্পনা করে দেখুন; আপনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবেন, আপনার নিজের জীবনই তখন অর্থহীন হয়ে উঠবে। সেই মানুষগুলোর একাংশ যদি হয় অবোঝ শিশু, ধর্ষিতা নারী, অবলা বৃদ্ধ তাহলে আপনি কি করবেন? আমি নিজে যখন এভাবে কল্পনা করি, আমার মানসলোক এলোমেলো হয়ে যায়। তখন আর নিজেকে ভালো রাখতে পারিনা।

টিক্কা খান, নিয়াজি সহ পাকিস্তানের অনেক সামরিক অফিসাররাই বিভিন্ন সময় বলেছেন যে, বাংলাদেশে যেটা হয়েছিলো সেটা ছিলো যুদ্ধ, যুদ্ধে এনকাউন্টার হয়, গণহত্যা হয়না।

এই ধরনের কথা তো স্তালিনও বলেছিলেন। তাঁর একটি উক্তি হচ্ছে, একটি মৃত্যু হলো দুঃখজনক ব্যাপার আর লক্ষ মৃত্যু হলো পরিসংখ্যান। কিন্তু স্তালিনের বুকে যখন গুলি চালানো হয়েছিলো তখন কিন্তু সেটা তাঁর ভালো লাগে নি, তিনিও ব্যথা পেয়েছিলেন এবং তিনিও মরে যেতে চান নি। বাংলাদেশে গণহত্যা হয়েছিলো এর স্বপক্ষে পাহাড়প্রমাণ দলিলপত্র রয়েছে। তো একমাত্র পাকিস্তান ছাড়া অন্য কোথাও তো এই ব্যাপারে দ্বিমত দেখিনা। হামিদুর রহমান কমিশন স্বীকার করেছে ২৬০০০ প্রাণহানির কথা, যা অত্যন্ত দুঃখজনক, তবে ২৬০০০ মানুষ হত্যাও খুব সহজেই গণহত্যার পর্যায়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সপ্তাহেই কমপক্ষে ৩০০০০ মানুষ গণহত্যার শিকার হয়, প্রাণ বাঁচাতে এক কোটি বাঙালিকে পালাতে হয় ভারতে। পুরো ২৬৬ দিনে, এবং বিশেষ করে বিজয়ের ঠিক পূর্বে অত্যন্ত পরিকল্পিত ও সূচারুভাবে বুদ্ধিজীবিদের ধরে নিয়ে গিয়ে বধ্যভূমিতে হত্যা করা হয়। আসলে পুরো নয়মাসব্যাপী যে গণহত্যা হয়েছিলো তা একদল তরুন বা অতিউৎসাহী অফিসারদের কাজ ছিলো না। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, জেনারেল টিক্কা খান, চীফ অফ স্টাফ জেনারেল পীরজাদা, নিরাপত্তা চীফ জেনারেল উমর খান, গোয়েন্দা চীফ জেনারেল আকবর খান, পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার জেনারেল নিয়াজী, রাও ফরমান আলি এবং তাদের সহযোগী রাজাকার, আলবদর, আলশামস, শান্তি কমিটির সদস্যরা মিলে এই বিপুল হত্যাযজ্ঞের আয়োজন করেছিলো । রবার্ট পেইন তাঁর 'ম্যাসাকার' গ্রন্থে নাৎসি গণহত্যার সাথে ৭১'এর গণহত্যার অনেক মিল খুঁজে পেয়েছেন, হিটলারের রাশিয়া আক্রমনের পর এটাই সবচেয়ে ব্যাপক গণহত্যা। আমেরিকার গোপন দলিলপত্রেও অসংখ্য নিরপরাধ মানুষের প্রাণহানির কথা স্বীকার করা হয়েছে। দ্বিমত যেটি আছে সেটি প্রাণহানির সংখ্যা কতো তা নিয়ে, তবে আমার কাছে এইসব সংখ্যাতত্ত্ব অবান্তর। আপনার তৃপ্তির জন্যে

আমি এটুকু বলতে পারি, পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বিভীষিকাময় গণহত্যার একটি ঘটেছে বাংলাদেশে। ধর্ষণের পরিসংখ্যান নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাইনা, এই ব্যাপারে কথা বলতে আমি অসুস্থ বোধ করি। তবে বিদেশী গণমাধ্যমগুলো দুই থেকে চার লক্ষ নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে বলে বিভিন্ন সময় জানিয়েছে। ৭১'এ আট বছরের বালিকা থেকে শুরু করে পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত গণধর্ষণের শিকার হয়েছে এবং পাকিস্তানীদের সহযোগীরা ' গনিমতের মাল' ধরে ধরে নিয়ে গিয়েছে তাদের প্রভুদের ক্যাম্পে। তো এতো প্রমাণ থাকার পরও পাকিস্তানি জেনারেলরা যদি ৭১'এর প্রাণহানিকে এনকাউন্টার বলেই মনে করে, তাহলে এই মামলাটিও তাদের ও তাদের সহযোগীদের সাথে আমার এনকাউন্টার—হয় আমি মরে যাবো, নয়তো তারা বেঁচে থাকবে।

এতোবড়ো গণহত্যা নিয়ে পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কিছু করা হয়নি কেনো?

এই প্রশ্নটি পাশ্চাত্যে অনেকেই আমাকে করেছেন। আমি উত্তর দিয়েছি, বাংলাদেশ সরকার কখনো চায়নি বলে কিছু হয়নি। তো আমাদের বিবেক ও মানবিকতাবোধ কি আজো সরকারের অনুমতির অপেক্ষা করবে? কথা হচ্ছে যে গণহত্যা এবং পাশবিক নির্যাতন হয়েছে এবং তার বিচার হতে হবে। সমস্যা হচ্ছে, প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী বাংলাদেশের মানুষের প্রাণহানি যে 'গণহত্যা' ছিলো, তা নিয়ে দেশী-বিদেশি গবেষকরা একমত হলেও জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক ট্রাইবুন্যাল এটি 'গণহত্যা' ছিলো কি না সে ব্যাপারে কখনো কিছু বলেনি- কেননা আন্তর্জাতিক ট্রাইবুন্যাল এই গণহত্যার ব্যাপারে কোনো তদন্ত করেনি। আর এই ব্যর্থতার জন্যে দায়ী হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার, কারণ তারা কখনোই ৭১'এর গণহত্যার আন্তর্জাতিক বিচার দাবি করেনি। আমি জেনেভার ইউনাইটেড নেশনস হিউম্যান রাইটস হাইকমিশনার জনাব আয়ালা লাসোর কাছে ১৯৭১ সালের গণহত্যার বিচার চেয়ে অভিযোগ করেছি, তারা এখন বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন।আর অস্ট্রেলিয়ার আদালতে মামলা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে গণহত্যার বিচারের যে দাবিটি ঘুমিয়ে পড়েছিলো তা বিশ্বব্যাপী সজোরে জাগ্রত করা। যদি অস্ট্রেলিয়ার বিচারকরা মনে করেন যে এই মামলাটি চালানোর মতো সাংবিধানিক ও আইনী ক্ষমতা তাঁদের নেই সেক্ষেত্রে মামলাটি বেশিদুর না গিয়েই থেমে যেতে পারে, যদিও তাতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই, আমি চেয়েছি একটি স্বীকৃত আদালতে আমার প্রশ্নগুলো উত্থাপন করতে। এই একই মামলা আমি কানাডাতেও করবো, বেলজিয়ামে করবো, এবং পাশাপাশি জাতিসংঘেরহিউম্যান রাইটস জুডিশিয়াল আদালতে আবেদন জানাবো বারবার। সম্প্রতি গোলাম আজম, মতিউর রহমান নিজামি, দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর মতো জঘন্য যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি। অভিযোগ জানানোর সময় এদের দুইজন গণহত্যাকারী লন্ডনে অবস্থান করছিলো। তো আমি টনি ব্লেয়ারকে লিখেছি যে, এরা যুদ্ধাপরাধী এবং একাত্তরের গণহত্যার সাথে জড়িত, জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে ইংল্যান্ডের উচিত এদের ধরে আইনের হাতে সোপর্দ করা। টনি ব্লেয়ার উত্তরে জানিয়েছেন যে, তিনি বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখছেন এবংএ বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। তো গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধের বিচারের ইস্যুতে কোনো দেশ, সময় বা কালের বাধ্যবাধকতা নেই; যেকোনো সময়ে এবং যেকোনো দেশেই এর বিচার করা যেতে পারে, জাতিসংঘের কয়েক ডজন চার্টার, কনভেনশন, আইন ইত্যাদি রয়েছে এ জাতীয় গুরুতর অপরাধের বিচার করার জন্যে। তো জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন যদি স্বীকার করে যে আমাদের দেশে গণহত্যা হয়েছিলো, তাহলে গণহত্যার সাথে জড়িত যারা এখনো বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে, হাতে রক্ত লাগিয়ে মন্ত্রিত্বের তকমা নিয়ে পরম সুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে- তাদের বিশ্বব্যাপী কালো তালিকাভুক্ত করা সম্ভব হবে, যাতে সভ্য দেশগুলোতে যাওয়ার ভিসা তারা না পায়।একইভাবে যুদ্ধাপরাধীদের যাতে বিচার হয় এবং তারা যাতে সংসদ নির্বাচনে না

দাঁড়াতে পারে সেজন্যে বহির্বিশ্ব থেকে বাংলাদেশের ওপর চাপ সৃষ্টি হবে। আপাতত এটিই আমার উদ্দেশ্য। আমি একের পর এক আঘাত করে যেতে চাই, আমার সবটুকু সাধ্য দিয়ে। আঘাতের পর আঘাত করতে করতে করতে একসময় যদি বিচারের দরোজা খুলে যায়, মুক্তি পাবো; আর যদি না খুলে তাহলে হয়তো একসময় আঘাত করতে করতেই আমার মৃত্যু হয়ে যাবে। তবে আমি ততোদিন পর্যন্ত থামতে রাজি নই, যতোদিন না মৃত্যু নিজে এসে আমাকে থামায়।

মামলা করার প্রাথমিক পর্যায়ে খরচ জোগাড় করার জন্যে আপনি আপনার বাম চোখ ও কিডনি বিক্রি করতে চেয়েছিলেন। মামলাটি করার পর আপনি কি পরিমাণ সাড়া পেয়েছেন?

আমার সাধ্য তো অত্যন্ত সীমিত, এই মামলাটি যখন করি তখন আমি ছিলাম সম্পুর্ন একা। দুই বছর ধরে প্রস্তুতি নিতে গিয়ে ক্লায়েন্টদের যথেষ্ট সময় দিতে পারিনি , আমার আইনি ব্যবসা অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তবু আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম যে এই কাজটি আমাকে করতেই হবে, নইলে আমি নিজেকে কখনোই ক্ষমা করতে পারবোনা। এই জাতীয় মামলা চালানো অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। আপনি জানেন, আমি কিছুদিন আগে মুক্তমনা ওয়েবসাইটে লিখেছিলাম যে, কেউ যদি আমাকে মামলাটির পুরো খরচ দিয়ে সাহায্য করেন তাহলে আমার বাম চোখ ও একটি কিডনি বিক্রি করতে রাজি আছি এবং আমার রক্তের গ্রুপ ও' পজিটিভ। ব্যক্তিগতভাবে আমি কারো কাছে হাত পাততে চাইনা, তবু অনেকের কাছ থেকে যে সাড়া পেয়েছি তা অভূতপূর্ব । সিডনি ও বহির্বিশ্বের অনেক আইন বিশেষজ্ঞ এই ব্যাপারে আমাকে পেছন থেকে উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করছেন। এদের মধ্যে আছেন, জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটির সদস্য ও সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইভান শেয়ারার, সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জেইন ম্যাকএডাম, অধ্যাপক মেরি ক্রুক, ব্যারিস্টার লিওনার্ড কার্প, সলিসিটর ডেভিড বিটেল, ইংল্যান্ডের জিওফ্রে রবার্টসন, বেলজিয়ামের ইয়েলেৎস কারাসা, বার্নার্ড স্পিনোয়েৎ, বেলজিয়াম প্রবাসী যুদ্ধাপরাধ বিশেষজ্ঞ ব্যারিস্টার ডক্টর জিয়াউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। তারা শুধু একটি বিষয় নিয়েই চিন্তিত যে, অস্ট্রেলিয়া ফেডারেল কোর্টের এ ব্যাপারে কিছু করার ক্ষমতা আছে কি না। তবে তারা মনে করেন এই গণহত্যার বিচার হওয়া অত্যন্ত জরুরি এবং এর সম্ভাব্য ও বিকল্প দিকগুলো নিয়েও তারা ভাবছেন। আমরা সবাই আসলে চেষ্টা করছি, দেশে ও দেশের বাইরে যে সকল ব্যক্তি ও সংগঠন ৭১'এর গণহত্যার বিচার চান তাদের একসাথে করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিচারের দাবিটি তুলে ধরতে। আমি সেদিন অস্ট্রেলিয়ার লেবার পার্টির নেতা কিম বিজলি, যিনি আগামীতে প্রধানমন্ত্রী হবেন বলে অনেকে মনে করেন, তাঁর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা জন মারফির অফিসে ছিলাম। তখন তাঁর চীফ ইলেক্টোরেট অফিসার আমার মামলার কথা শুনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, "He Comes for his people, and he comes for his country. Today, if that genocide did not happen, Bangladesh would not be the country today. Bangladesh became Bangladesh because of the sacrifice of millions. But, in this civilized world we do not want such a henius crime'. তো যে কথা বলছিলাম,- জাতিসংঘ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন আইন সংশ্লিষ্ট সংগঠন ও আন্তর্জাতিক মিডিয়া রয়েছে যারা মানবাধিকার, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও গণহত্যার বিচার নিয়ে কাজ করে। আমরা তাদের সাথে লবিং করার চেষ্টা চালাচ্ছি এবং তাদের কাছে তুলে ধরছি একাত্তরে পাকিস্তান সরকার ও তাদের সহযোগীরা কী নৃশংসতম গণহত্যা চালিয়েছিলো। ৭১'এর গণহত্যা নিয়ে বিশ্ববিবেক জাগ্রত করাই এখন সবচেয়ে জরুরি কাজ।

শেষ পর্যন্ত এই মামলার লক্ষ্য কি?

আমরা সফল হই বা না হই, শেষ পর্যন্ত এই মামলার লক্ষ্য হচ্ছে ঘাতকদের জানিয়ে দেয়া যে, আমরা তাদের অপকর্মের কথা ভুলিনি, কখনো ভুলবোওনা। যাদেরকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি, তাঁদের তো আমরা কখনোই ফিরে পাবোনা, এমনকি যে ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেছে তা পূরণ করাও সম্ভব নয়। তবু বাংলাদেশের গণহত্যার বিচার হওয়া প্রয়োজন ভবিষ্যতের জন্যে।প্রয়োজন এই কারণে, যাতে পৃথিবীর বুকে আরেকটি গণহত্যা না ঘটে। প্রয়োজন এই কারণে, শাসকগোষ্ঠী যেনো এইভাবে আরেকটি গণহত্যা চালানোর আগে দ্বিতীয়বার চিন্তা করে। গণহত্যার বিচার করা পৃথিবীর মানুষের একটি নৈতিক ও আইনী দায়িত্ব। এই দায়িত্বটুকু যারা প্রাণ দিয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্যে, আর যারা বেঁচে আছেন তাদের বেঁচে থাকার অধিকারের জন্যে। আমাদের আজকের পৃথিবী হিটলারের নাৎসি বাহিনী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পৃথিবী নয়। আমরা বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে প্রমাণ করে দিয়েছি যে, যে যতো পরাক্রমশালীই হোক না কেনো, কেউই আইনের উর্দ্ধে নয়। আরেকবার আরেকটি মানুষ যাতে মৃত্যুর মুখোমুখি না হয়ে যায়, এই মামলাটির উদ্দেশ্য হলো সেই মেসেজটি পৌছে দেয়া। আমাদের আগামী প্রজন্ম, যারা পৃথিবীতে আসবে, তারা যেনো এমন জঘন্যতম গণহত্যা না দেখে। গণহত্যা আমরা কেউ কখনো দেখে যেতে চাইনা।

****

সুমন তুরহান, সিডনি থেকে; suman.turhan@yahoo.com.au